দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ - ২০২৩

১৬-১৭ মার্চ ২০২৩, উজান গেস্ট হাউস, নিউ দীঘা, পূর্ব মেদিনীপুর।

আমার প্রিয় সাথী ও সহকর্মীরা,

বহু প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম তার ক্রমবর্দ্ধমান কাজ ও সাংগঠনিক প্রসারের দায়িত্ব যতটা সম্ভব পালন করে চলেছে। মেম্বার ও কর্মীদের উৎসাহ, উদ্যোগ এবং অধ্যবসায়ের ফলে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম এখনও পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের ১০টি জেলায় বিস্তার লাভ করেছে। মাছ আহরণকারী, মাছচাষী, মাছ বাছাই ও শুকানো কর্মী এবং ক্ষুদ্র মাছ বিক্রেতা নির্বিশেষে সব ধরণের মৎস্যকর্মীরা দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের মেম্বার। বর্তমানে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের মেম্বার সংখ্যা ১৫ হাজার ছাড়িয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম, বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী, বিভিন্ন উপক্ষেত্র ও স্তরে শাখা সংগঠনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মৎস্য-ভেন্ডর ও মহিলা মৎস্যকর্মী শাখা সংগঠিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এছাড়া মহিলা জাল শ্রমিক, ব্যাঘ্র বিধবা ও সমুদ্র বিধবাদের নিজস্ব সংগঠন তৈরী করার পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। ডি.এম.এফ উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করার জন্য উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও সহায়তা করেছে। পাশাপাশি সামুদ্রিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় মৎস্যক্ষেত্র নিয়ে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চ NPSSFW গঠনে ডি.এম.এফ সক্রিয় সহযোগিতা করেছে। NPSSFW-এর মাধ্যমে একদিকে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অবস্থান থেকে জাতীয় মৎস্যক্ষেত্র নীতি ও আইন প্রণয়নে কার্যকরী হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয়েছে। আরেকদিকে সারা দেশের মৎস্যজীবীদের সংগ্রামের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে।

২০২৩ সালে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের ৩১তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এমন এক সময়ে যখন –

১। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো আমাদের দেশে জল-জঙ্গল-জমির উপর দেশি-বিদেশি পুঁজির ও তাদের বিশ্বস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের দখলদারি হেতু এইসব প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল গরীব মানুষের তথা কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, পশুপালক ও বনবাসীদের জীবন-জীবিকার সংকট বেড়ে চলেছে।

২। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ রাজনৈতিক দল ও মত নির্বিশেষে কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, পশুপালক ও বনবাসী সহ সব শ্রমজীবী মানুষের নিজ নিজ গোষ্ঠী সংগঠনকে শক্তিশালী করা ও জোরদার যৌথ সংগ্রাম গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে, যাতে করে শ্রমজীবী মানুষের অধিকারগুলি অর্জন ও রক্ষা করা যায়। এবং তাদের গোষ্ঠীগত স্বশক্তিকরণ হয়। কোন রাজনৈতিক দলের স্বার্থে নয়, নিজেদের জীবন-জীবিকার সুরক্ষার স্বার্থে সক্রিয় ও সংগঠিত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

৩। এখন করোনার প্রকোপ নেই বললেই চলে। কিন্তু বিগত তিন বছরে করোনার কারণে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা ও আর্থিক অবস্থা একেবারে সঙ্গিন। তার উপর একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নদী সমুদ্র জলাশয়ের উপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবীদের অবস্থা ভীষণ খারাপ।

৪। একের পর এক জনমোহিনী প্রকল্প ঘোষনা করা হচ্ছে। কিন্তু, মৎস্যজীবী সহ শ্রমজীবী মানুষের জীবিকাগত অধিকারগুলিকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না। আবাসন, জীবন বিমা, মাছ ধরা নৌকা ও মাছ চাষের বিমার মতো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সরকারের কোন আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে না। এর উপর দূর্নীতি ও স্বজনপোষন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সহ ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় চূড়ান্ত দুর্নীতি মৎস্যজীবীদের সামাজিক জীবনকেও প্রভাবিত করছে।

৫। মৎস্যক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক ও অতিরিক্ত মৎস্য শিকার অব্যাহত। অব্যাহত নিবিড় চিংড়ি চাষের মতো ক্ষতিকর ও বে-আইনি কাজের বাড়বাড়ন্ত। জলদূষণ, জলের দখলদারি ও ধ্বংসাত্মক ব্যবহার ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের না আছে জলাশয় বা মৎস্য সম্পদকে টেঁকসইভাবে ব্যবহার করার অধিকার, না আছে জলাশয় ও মৎস্যসম্পদ রক্ষা করার অধিকার। সীমান্তবর্তী এলাকায় এবং সংরক্ষিত এলাকায় মৎস্যজীবীদের জীবিকার অধিকার সাংঘাতিকভাবে বিপন্ন। তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি মাছ ধরা, মাছ চাষ, মাছ বিক্রি সহ মৎস্যক্ষেত্রের প্রতিটি উপক্ষেত্রকে বিপন্ন করে তুলেছে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের ভর্তুকি দিয়ে জ্বালানি তেল সরবরাহ করার কোন সরকারি উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

৬। পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে বেশি সংখ্যক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি আছে। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি, হয় নিষ্ক্রিয়, নয় কায়েমী স্বার্থের কুক্ষিগত হয়ে, দূর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছে। সাধারণ মৎস্যজীবীরা এগুলিকে তাদের জীবিকার পক্ষে কার্যকরী সংগঠন বলে মনে করেন না। তার উপর সরকারি বিধিনিষেধে সমবায় সমিতিগুলির নির্বাচন হচ্ছে না। ফলতঃ তারা কাজ করার আইনি অধিকার হারিয়েছে।

৭। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও ইকনমিক করিডোর, সাগরমালা প্রকল্প, ডিপ সী পোর্ট, মেরিন ড্রাইভ, উপকূলের সমান্তরাল বাণিজ্যিক জাহাজ চলার পথ, নদীগুলি দিয়ে জাতীয় জলপথ, নদীগুলির সংযুক্তি, নদীর বাস্তুতন্ত্র ও প্রবাহ নষ্ট করে শিল্প, কৃষি ও পৌর প্রয়োজনে অকাতরে জল তুলে নেওয়া, আর, বিনিময়ে নদী ও জলাশয়গুলিতে দূষিত জল ও বর্জ্য ফেলা, নদীতে একের পর এক ডুবে যাওয়া জাহাজগুলির ফ্লাই অ্যাস ও ইঞ্জিনের জ্বালানি জলে মেশা, ত্বরান্বিত করছে জল, জলাশয়, জলাভূমির ধ্বংস। মৎস্যজীবীরা তাদের বংশ পরম্পারার পেশা থেকে উৎখাত হয়ে জীবিকার জন্য উদ্বাস্তুর মতো হন্যে হয়ে ঘুরছেন অন্য পেশার সন্ধানে। খোটিগুলিতে যে শুঁটকি মাছ উৎপন্ন হয় তাতে মেরিন ড্রাইভের যানবাহন থেকে নির্গত সীসা মিশ্রিত হওয়ার চূড়ান্ত সম্ভাবনা রয়েছে শুঁটকি মাছের গুণগত মানকে বিরাট প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে।

৮। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরাই হচ্ছেন ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক জলসম্পদের সবথেকে বড় সংখ্যক প্রাথমিক অবিনাশকারি দায়ভাগী ও স্বাভাবিক রক্ষক। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ১৯৯৫ সালে প্রণীত ‘‘দায়িত্বশীল মৎস্যক্ষেত্রের আচরণবিধি’’ ও ২০১৩ সালে প্রণীত ‘‘ক্ষুদ্র মৎস্যক্ষেত্রের স্বেচ্ছামূলক নীতি নির্দেশিকা’’-য় ক্ষুদ্র মৎস্যক্ষেত্রের গুরুত্ব এবং তার সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় নীতি নির্দেশ করেছে। ভারত সরকার আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই নীতি সমর্থন করলেও জাতীয় ক্ষেত্রে তার সুষম ও যথাযথ প্রয়োগে যথেষ্ট উদ্যোগ নিচ্ছে না। জল, জলাশয়, মৎস্য সম্পদের উপর মৎস্যজীবীদের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের কোন স্বীকৃতি নেই। উচ্ছেদের আশঙ্কা তাদের সর্বক্ষণ তাড়া করছে।

৯। সরকারের কাছে বার বার দাবি জানানো সত্ত্বেও সমুদ্রে রাজ্যের জলসীমার বাইরে ও রাজ্যের জলসীমায় মৎস্য শিকার, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ রক্ষা করার ও সেই সম্পদে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত করার কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা নেই।

১০। মৎস্যক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বাজেট বরাদ্দ এ বিষয়ে চরম অপদার্থতার পরিচয় দিচ্ছে। মহিলা মৎস্যকর্মীরা সংখ্যায় মৎস্যক্ষেত্রে নিযুক্ত মোট কর্মীর প্রায় ৫০ শতাংশ হলেও উপকরণের মালিকানা এবং উপার্জনের নিরিখে তারা অনেক পিছিয়ে। তাদের সহায়তার জন্য সরকারের কোন উপযুক্ত নীতি বা বরাদ্দ নেই।

১১। ২০০৭ সালে বিশ্ব শ্রম সংস্থা ‘‘মৎস্যক্ষেত্রে কাজের সনদ ১৮৮’’ প্রণয়ন করলেও এবং ভারত সরকার এর অন্যতম স্বাক্ষরকারী হওয়া স্বত্বেও আজ পর্যন্ত সনদটিকে মান্যতা দিয়ে কোন সামগ্রিক আইন প্রণয়ন করা হয়নি। এর ফলে মৎস্যকর্মীরা, বিশেষ করে, বড় যন্ত্রচালিত মাছ ধরার নৌকায় কর্মরত মৎস্যজীবীরা জীবন-জীবিকার সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

১২। কেন্দ্রীয় বাজেট বরাদ্দের অধিকাংশই চলে যায় মৎস্য গবেষণা, অ্যাকোয়া কালচার অথরিটি ও এন এফ ডি বি তে। অবশিষ্টাংশের অধিকাংশই নিয়োজিত হয় সামুদ্রিক ক্ষেত্রে মেকানাইজড সেক্টরের এবং অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের জন্য। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য নয়। ডি.এম.এফ. তাই প্রথম থেকে বাজেটে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকারের দাবি জানিয়ে আসছে। প্রধানমন্ত্রী মৎস্যসম্পদ যোজনার অন্তর্গত স্কিমগুলির অধিকাংশই বৃহৎ মৎস্যজীবীদের স্বার্থকে লক্ষ্য করে তৈরি হয়েছে। যে কয়েকটি স্কিম ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য রয়েছে, সেগুলিও ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা নিতে পারছে না। কারণ, নিজেদের টাকায় উপভোক্তাদের স্কিমগুলি বাস্তবায়িত করতে হবে, তার পর তারা ভর্তুকির অর্থ পাবেন, এই শর্তের জন্য ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার সুবিধা নিতে পারছে না।

১৩। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের রেজিস্ট্রেশন করেছে। কিন্তু তাতে ৮০% অমৎস্যজীবী নিবন্ধিত হয়েছে। এর ফলে, সরকারি সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের বঞ্চিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

১৪। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের লাগাতার লড়াই-এর পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রধানমন্ত্রী মৎস্যসম্পদ যোজনার অন্তর্গত মৎস্যজীবী দুর্ঘটনা বিমা যোজনা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০১৭ সালের অক্টোবর থেকে বহু দুর্ঘটনাগ্রস্ত মৎস্যজীবী ও তাদের পরিবার এই ন্যূনতম বিমা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন।

১৫। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের লড়াই সরকারকে সামুদ্রিক ক্ষেত্রে ছোট নৌকার নিবন্ধীকরণ চালু রাখতে বাধ্য করেছে। এই ব্যাপারে সংগঠন উদ্যোগ নিয়ে যথাসম্ভব নৌকার রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করেছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মাছ ধরা নৌকার রেজিস্ট্রেশন চালু করার জন্য সংগঠন লাগাতার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম বিগত এক বছরে যে মূল কাজগুলি করেছে –

১। সাংগঠনিক পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণঃ গত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিম মেদিনিপুর ও ঝাড়গ্রামে সংগঠন পুনর্গঠনের কাজ চলছে। নদীয়া জেলার নেতৃত্বদের উদ্যোগে হুগলী জেলাতে সংগঠন সম্প্রসারিত হয়েছে। পূর্ব মেদিনিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও নদীয়াতে মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে।

২। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জলের অধিকারের দাবি প্রধান দাবি হিসেবে তুলে ধরাঃ জল ও জলাশয়ের উপর মৎস্যজীবীদের সাধারণ অধিকারহীনতা সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ নির্বিশেষে সমগ্র মৎস্যজীবীদের মধ্যে ‘জাল যার জল তার’ এই স্লোগান তুলে জলের পাট্টা বা অধিকারের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার ট্রলিং-ফিশিং বন্ধ ও সুন্দরবন জঙ্গলে মৎস্যজীবীদের উপর বনদপ্তরের অত্যাচার বন্ধের দাবীতে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম প্রচার-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম এই দাবিকে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চের মাধ্যমে সারা দেশের মৎস্যজীবীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে ভারতব্যাপী যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ করছে।

ফলাফল – এই দাবিটি সারা দেশের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী আন্দোলনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি হয়ে উঠছে। সুন্দরবন জঙ্গলের পশ্চিমাংশে মৎস্যজীবীদের উপর বনদপ্তরের অত্যাচারের পরিমান খানিকটা কমেছে।

৩। মহিলা মৎস্যকর্মী সংগঠনঃ মহিলা মৎস্যকর্মীরা সংখ্যায় মোট মৎস্যকর্মীদের অন্তত অর্দ্ধেক। সামুদ্রিক ক্ষেত্রে তারাই অধিকাংশ। মহিলা মৎস্যকর্মীরা মৎস্যকর্মীদের মধ্যে আবার অপেক্ষাকৃত অবহেলিত এবং প্রায়ই তাদের পুরুষ মৎস্যকর্মীদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় পড়তে হয়। তাদের স্বশক্তিকরণের জন্য, ডি.এম.এফ কর্তৃক গড়ে তোলা মহিলা শাখা সংগঠনকে, গত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়, নতুনভাবে পুনর্গঠনের কাজ চলছে।

ফলাফল – ফোরামের মহিলা শাখাকে পুনর্গঠনের জন্য পূর্ব মেদিনিপুর জেলায় কয়েকটি মিটিং হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপ, নামখানা ও গোসাবা ব্লক এলাকায় স্থানীয় স্তরে শাখা কমিটি গঠিত হয়েছে। এবং নদীয়া জেলার চাকদহে মহিলা মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

৪। সুন্দরবনে মৎস্যজীবীদের জীবিকার অধিকার রক্ষার লড়াইঃ- সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের উপর বনদপ্তরের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম লাগাতার প্রতিবাদ ও প্রচার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ফোরামের অভিযোগের ভিত্তিতে ভাগবতপুর রেঞ্জ-এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরকারিভাবে তদন্ত করা হয়েছে।

ফলাফল – মৎস্যজীবীদের উপর ভাগবতপুর রেঞ্জ-এর অত্যাচারের মাত্রা কিছুটা কমেছে। কিন্তু মৎস্যজীবীদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মাত্রা কম হলেই অত্যাচারের মাত্রা বাড়ে। এই বিষয়ে নীতি ও আইনগত সুরাহার প্রয়োজন রয়েছে।

৫। ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের গোষ্ঠীগত জমি ব্যবহারের অধিকারঃ- ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এক যৌথ কাজ। মৎস্য আহরণ, মাছ বাছাই ও শুকানো এবং মাছ বিক্রি করায় ব্যাপৃত মৎস্যজীবীরা একযোগে এই কাজে নিযুক্ত হয়। জাল ও নৌকো সারাইয়ের কাজও এর সাথে যুক্ত হয়। উপকূলের বিভিন্ন জায়গায় এই যৌথ কাজের জন্য গড়ে উঠেছে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র। চিরাচরিত ও প্রথাগতভাবে উপকূলের ভূমি ব্যবহার করলেও মৎস্যজীবীদের এইসব জমির কোন আইনি স্বত্ত্ব নেই। এই কারণে তারা প্রতিনিয়ত উচ্ছেদের আশঙ্কায় থাকেন। সরকারের পক্ষ থেকেও মাঝে মাঝেই মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া, তাদের জমিতে নানাধরণের কাজ করার প্রচেষ্টা হয়। তাই মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের জমি ব্যবহারের গোষ্ঠীগত আইনি স্বত্ত্ব মৎস্যজীবীদের বহুদিনের দাবি। সরকার এই দাবি নীতিগতভাবে স্বীকার করলেও এখনও পর্যন্ত এটি বাস্তবায়িত করেনি। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পরিষদে খোটির জমির ব্যবহারিক স্বত্ত্বের বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করলেও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ এব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি। খোটির জমির ব্যবহারিক স্বত্ত্বের দাবিতে ফোরামের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পক্ষ থেকে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে কাকদ্বীপ মহকুমা শাসকের অফিসে জমা করা হয়েছে।

ফলাফল – মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের সাথে যুক্ত মৎস্যজীবীদের মধ্যে ভূমি ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে। এবং সরকারী স্তরে বিষয়টির গুরুত্ব বাড়ছে। আগামী দিনে এই বিষয়ে তীব্রতর আন্দোলন গড়ে তোলার দিকে ফোরাম এগোচ্ছে।

৬। ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের আন্দোলনঃ- পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্যভেন্ডর ইউনিয়নের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের আন্দোলন অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে। বিশেষ করে তোলাবাজ-চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে সংগঠনের সাফল্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। রাজ্যের আরো কিছু জেলায় মৎস্যভেন্ডরদের সংগঠিত করার কাজ চলেছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গেও মৎস্য ভেন্ডরদের সংগঠিত করার কাজ শুরু হয়েছে। মেদিনীপুর উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন সংগঠিত করা হয়েছে জুলাই-আগষ্ট ২০২২ এ ৯ টি ব্লকে ও জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এ ৭ টি ব্লকে।

ফলাফল – মৎস্যভেন্ডরদের পক্ষে এক স্বতন্ত্র মৎস্যজীবী গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ সম্ভব হয়েছে। সারা রাজ্যে ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের সংগঠিত করার ও তার মাধ্যমে মৎস্যভেন্ডরদের লড়াই এবং ডি.এম.এফ-এর বহুল শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

৭। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি সম্পর্কিত কাজঃ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি সাধারণভাবে এবং সামুদ্রিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি বিশেষভাবে, নানা নীতিগত ও ব্যবহারিক সমস্যায় ভুগছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি সাধারণ মৎস্যজীবীদের হঠিয়ে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী দ্বারা বেদখল হয়ে গেছে। ফলত: ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের আর্থিক ও সামাজিক শক্তিবৃদ্ধির সংগঠন হিসেবে এগুলি যথেষ্ট কাজ করতে পারছে না। জলাশয়ের অধিকার না থাকায় সমবায়গুলিতে সাধারণ মৎস্যজীবীদের কোন জোর খাটে না। এর উপর যোগ

হয়েছে ব্যাপক দূর্নীতি যাতে কিছু সরকারি পদাধিকারীর মদতে অসাধু দালালরা ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের নামে আসা সরকারি অনুদানের সিংহভাগ আত্মসাৎ করছে। এই পরিস্থিতিতে, সমবায়ের সমস্যা ও দূর্নীতি নিয়ে চর্চা ও আন্দোলন চালানোর সাথে সাথে কয়েকটি সমবায় সমিতিকে আদর্শ হিসেবে তৈরী করে সাধারণ মৎস্যজীবীদের উদ্যোগের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনে সহায়তা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এবং নতুন সমবায় গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দূর্নীতির বিষয়ে একাধিক আর.টি.আই আবেদন করা হয়েছে। এই সুবাদে পাওয়া কয়েকটি উত্তরের ভিত্তিতে দূর্নীতির প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। আইনানুগ ব্যবস্থা হিসেবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা ৪টি ও পূর্ব মেদিনীপুরে একটি নতুন সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রেশনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রাম জেলায় সমবায় রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে কাজ চলছে।

ফলাফল – দূর্নীতিবাজ দালাল ও সরকারি আধিকারিকরা এটা বুঝতে পারছেন যে দূর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছে এবং অচিরেই তাদের মুখোশ খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা। আগের মতো মৌরুসীপাট্টা চালানো যাবে না।

৮। নদী বাঁচাও-মাছ বাঁচাও-মৎস্যজীবী বাঁচাও অভিযানঃ অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রে অন্যতম ভয়ঙ্কর সমস্যা নদীগুলির সংকট। দূষণ, জলের অভাব ও নদী খাতের দখলদারি এর মূল কারণ। নদী-নির্ভর মৎস্যজীবীদের জীবিকা রক্ষার্থে বিভিন্ন নদী বাঁচানোর জন্য আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই আন্দোলনে নাগরিক সমাজ, বিশেষ করে পরিবেশ সংগঠন মৎস্যজীবীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ও যথাযথ উদ্যোগের অভাব দেখা যাচ্ছে। ডি.এম.এফ-কে দক্ষ লোকেদের সহায়তায় নদী পুনরুজ্জীবনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

ফলাফল – বিদ্যাধরী, মাথাভাঙ্গা–চুর্নি, ইছামতি, বুড়িগঙ্গা, ভৈরব নদী, ভান্ডারদহ বিল ও রানীনগর-জলঙ্গীর পদ্মা নদীকে বাঁচানোর জন্য উত্তরোত্তর জনসচেতনতা ও জনসমর্থন বাড়ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বুড়িগঙ্গা সংস্কারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ডি.এম.এফ-এর উদ্যোগে মাথাভাঙ্গা–চুর্নি বাঁচাও আন্দোলনের হস্তক্ষেপে সর্বোচ্চ পরিবেশ আদালতের মামলায় দূষণ মুক্তির জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। মৎস্যজীবী ও ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। মাথাভাঙ্গা–চুর্নির দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাংলাদেশের দর্শনার সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। দীর্ঘ লড়াইয়ের ফলে বুড়িগঙ্গা সংস্কারের কাজ শুরু হতে চলেছে।

৯। ধ্বংসাত্মক মৎস্যশিকারের বিরোধিতাঃ- অভ্যন্তরীণক্ষেত্রে মশারি জাল, বিস্ফোরক, ইলেক্ট্রিক শক বা বিষ প্রয়োগ করে মাছ ধরার বিরুদ্ধে ডি.এম.এফ. নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে, যার ফলে বিভিন্ন স্থানে এই ক্ষতিকর কাজ কিছু কমেছে। ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার ট্রলিং ফিশিং –এর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের উপকূল এলাকায় গত ২৮-১২-২০২২ থেকে প্রচার-আন্দোলন চলছে। এরফলে ট্রলিং-এর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে জনসচেতনতা গড়ে উঠছে। এ লড়াই চলবে যতক্ষণ না সরকার ট্রলিং বন্ধ করছে।

১০। ডীপ সী পোর্ট-এর বিরোধিতাঃ- দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম পূর্ব মেদিনীপুরের তাজপুরে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের সরকারি প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানিয়েছে। গতকাল ১৫-০৩-২০২৩ তারিখে তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর বাতিলের দাবিতে দীঘাতে বিরাট মিছিল হয়েছে। এবং মিছিলের সমাপ্তি মিটিং –এ সরকারকে হুশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের সরকারি প্রস্তাব বাতিল না হওয়া পর্যন্ত ফোরাম আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

১১। ক) ব্যাঘ্র বিধবা সংক্রান্ত উদ্যোগঃ বাঘ-কুমিরের আক্রমনে মৎস্যজীবীদের মৃত্যু সুন্দরবনে নিয়মিত ঘটনা। কিন্তু সুন্দরবনে কত ব্যাঘ্রবিধবা আছেন এবং তারা কী অবস্থায় আছেন তা জানার জন্য ফোরামের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ব্যাঘ্রবিধবারা যাতে সরকারী সহায়তা ও জনতা বীমার টাকা পায় সেব্যাপারে ফোরামের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হচ্ছে। এই সঙ্গে ব্যাঘ্রবিধবাদের সশক্তিকরণের জন্য ফোরামের চেষ্টায় তাদের সংগঠন গড়ে উঠেছে। তারা যাতে ক্ষতিপূরণ পায় সেব্যাপারে ফোরাম হাইকোর্টে মামলা করেছে। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনকে ব্যাঘ্রবিধবাদের দুরাবস্থা ও বঞ্চনার বিষয়গুলি লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

ফলাফল – মামলার ফলে সরকারের অভ্যন্তরে সক্রিয়তার খবর পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন ব্যাঘ্রবিধবাদের সমস্যাগুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে।

খ) মৎস্যজীবী সমুদ্র বিধবা সংক্রান্ত উদ্যোগঃ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রতি বছরই সমুদ্রে বহু মৎস্যজীবী মারা যান বা নিখোঁজ হন। তাদের বিধবারা নিদারুণ আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক সমস্যার মধ্য দিয়ে দিন যাপন করেন। তারা যাতে তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারেন তার জন্য তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ কাকদ্বীপে শুরু হয়েছে। কাকদ্বীপ ব্লকে কাকদ্বীপ ফিশারিজ উইডো ওয়েলফেয়ার সমিতি কাকদ্বীপের সমুদ্র বিধবাদের সংগঠিত করছে। ফোরামের দক্ষিণ ২৪ পরগণা শাখার উদ্যোগে নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জের কয়লাঘাটা গ্রামে সমুদ্র বিধবাদের সংগঠন গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক সভা হয়েছে।

ফলাফল – সমুদ্র বিধবাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতে সমুদ্র বিধবাদের ঐক্যবদ্ধ করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

১২। হুগলী নদীতে জাহাজ কর্তৃক ক্ষয়ক্ষতিঃ হুগলী নদীতে একের পর এক ফ্লাই অ্যাশ বোঝাই জাহাজ ডুবির ফলে নদীর জলে দূষণ বেড়েছে। সেইসঙ্গে জাহাজ ডুবির স্থানগুলোতে জেলেরা জাল ফেলতে পারছে না। এজন্য ফোরাম জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা করেছে। হুগলী নদীতে জাহাজ ডুবি একমাত্র সমস্যা নয়, জাহাজগুলোর ন্যাভিগেশন রুট ছেড়ে জেলেদের জালের উপর চেপে পড়াটা নিত্য ঘটনা। এই সকল বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ফোরাম বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে চিঠি দিয়েছে। গত ৩০-১২-২০২২ তারিখে ঘোড়ামারা দ্বীপ ও সাগর দ্বীপের মধ্যবর্তী স্থানে বাংলাদেশী বার্য কাকদ্বীপ ব্লকের লট-৮ -এর মৎস্যজীবীর জালের ক্ষতি করে। জাহাজটিকে ঘিরে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে। গত প্রায় ৮ মাস ধরে ডায়মন্ড হারবারে হুগলী নদীতে একটি বিদেশি জাহাজ নোঙ্গর করে রয়েছে। ফলে, মৎস্যজীবীদের অনেকের জাল ছিঁড়েছে। এমতাবস্থায়, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টকে চিঠি দিয়ে জাহাজটিকে অবিলম্বে সরানোসহ জালের ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়েছে।

ফলাফল – মামলার তাৎক্ষনিক ফল হিসেবে জাহাজ ডুবির ঘটনা কমেছে। অন্যদিকে জাহাজকে ঘিরে রেখে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ঘটনায় হুগলী নদীর মৎস্যজীবীদের মনোবল বেড়েছে।

১৩। আর.টি.আইঃ ডি.এম.এফ. ব্যাপকভাবে আর.টি.আই আবেদন ব্যবহার করেছে। পূর্ব মেদিনিপুর সংগঠনের পক্ষ থেকে মোট ১৪ টি আর টি আই জেলা, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরে করা হয়েছে। এবং এর মাধ্যমে মৎস্যক্ষেত্র ও মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার সুরক্ষার জন্য প্রচুর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছে। এর ফলে সংগঠনের প্রভূত লাভ হয়েছে। আগামীদিনে আর.টি.আই আবেদন ব্যবহারে আমাদের বিভিন্ন জেলা ও ব্লক সংগঠনকে অনেক তৎপর হতে হবে।

১৪। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ব্যবহারঃ

ক। ওয়েবসাইট, ফেসবুক ও ই-মেইলঃ এন.পি.এস.এস.এফ.ডব্লিউ. ভুক্ত অন্যান্য সহযোগী সংগঠনগুলি সহ ডি.এম.এফ. ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য উৎসর্গীকৃত ওয়েবসাইট www.smallscalefishworkers.com – এর মাধ্যমে তার মূল কার্য্যক্রম ও নীতিগত অবস্থান তুলে ধরে। ফেসবুক-এর মাধ্যমেও ফোরামের ও মৎস্যক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশিত হয়। এছাড়া ফোরামের ই-মেল dmfwestbengal@gmail.com –এর মাধ্যমে নিয়মিত ৫০০-র উপর সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীর কাছে খবরাখবর পৌঁছে দেওয়া হয়। এই বিষয়গুলিতে আরও উন্নতির প্রয়োজন আছে।

খ। হোয়াটসআপঃ ডি.এম.এফ.-এর হোয়াটসআপ গ্রুপে নিয়মিত সংগঠনের কার্যকলাপের তাৎক্ষণিক খবর দেওয়া চলেছে। এই বিষয়েও মেম্বারদের প্রশিক্ষণের অবকাশ আছে। সম্মিলিত গ্রুপ ছাড়াও জেলাভিত্তিক হোয়াটসআপ গ্রুপ তৈরি হয়েছে জেলার সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে আদান প্রদানের উদ্দ্যেশ্যে। সম্প্রতি দিশার সহায়তায় ডি.এম.এফ.-এর হোয়াটসআপ গ্রুপের খবরাখবরের তথ্যায়ন শুরু হয়েছে।

গ। ওয়েব সভা: ফোরাম ওয়েব সভার মাধ্যমে বহু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা সংগঠিত করেছে। এই নূতন পদ্ধতি তার সীমাবদ্ধতা সহই আমাদের সামনে এক নতুন সুযোগ নিয়ে এসেছে। ফোরামকে এর যথাসাধ্য ব্যবহার করতে হবে।

১৫। ফোরামের আইনি পদক্ষেপঃ সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে, মৎস্য দপ্তরের ঋণ সংক্রান্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও ব্যাঘ্রবিধবাদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ফোরাম মামলা করেছে। ফোরামের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গোসাবায় সোনার বাংলা হোটেলের বেআইনি নির্মাণ ভেঙ্গে ফেলার আদেশ হয়েছে। এটি দ্বিতীয় রিসর্ট ভাঙার আদেশ। সংগঠনের আইনি পদক্ষেপে অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষ এই প্রথম আদালতে জাহাজ দুর্ঘটনা সংক্রান্ত আদর্শ কর্ম প্রক্রিয়ার খসড়া জমা দিয়েছে। হুগলী নদীতে ফ্লাই অ্যাশ ভর্তি জাহাজ ডুবলে যাতে অবিলম্বে জাহাজ তোলা হয় এবং ডোবা জাহাজের ফ্লাই অ্যাশ যাতে সতর্কতার সংগে সরানো হয়, যাতে ফ্লাই অ্যাশ নদীর জলে মিশে না যায়, সেব্যাপারে রাজ্য পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আদালতে হলফনামা জমা দিয়েছে। এই হলফনামায় জাহাজ কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের কথা বলা হয়েছে।

ফলাফল – ফোরামের মামলার ফলে সুন্দরবনে আমলামেথি রিসর্ট ভাঙ্গা হচ্ছে। দুর্নীতি ও ব্যাঘ্রবিধবাদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত দুই মামলায় প্রশাসনের অন্দরে ব্যপক চর্চা শুরু হয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে ফোরামের বিরুদ্ধে ক্ষোভের পাশাপাশি সম্ভ্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে।

১৬। সরকারী প্রকল্প মৎস্যজীবীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে ফোরামের উদ্যোগঃ ফোরাম মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র, তপসিলি জাতি/উপজাতি শংসাপত্র কিউ আর কোড যুক্ত আধার কার্ড তৈরি, কে সি সি বা এম জে সি সি-এর জন্য আবেদন, বঙ্গ মৎস্য যোজনা, পুরুষদের এস.এইচ.জি তৈরি, এফ.পি.জি. তৈরি, নৌকা রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফোরামের উদ্যোগে সামুদ্রিক ফিশিং বোট রেজিস্ট্রেশনের কাজ চলছে। বিভিন্ন জায়গায় যেখানে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা তাদের নৌকা রাখে সেগুলিকে মিনি ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার হিসাবে সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে ফোরামের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আর্থিক সহায়তায় কাকদ্বীপে শুঁটকি মাছের নিলামের বাজার যাতে গড়ে ওঠে সেব্যাপারে ফোরাম উদ্যোগ নিয়েছে। বালিঘাইতে এরূপ একটি শুঁটকি মাছের নিলামের বাজার হচ্ছে। এই বাজারটি যাতে মৎস্যজীবী সংগঠনগুলি নিয়ে গঠিত কমিটির দ্বারা পরিচালিত হয়, সেব্যাপারে মৌখিকভাবে উপ মৎস্য অধিকর্তা সামুদ্রিকের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এব্যাপারে পূর্ব মেদিনিপুর মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে আবেদন জানাতে হবে। ফোরামের হাওড়া জেলা শাখা বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে ১০০০ জন মৎস্যজীবীকে তপসিলি জাতি শংসাপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে।

১৭। ইউনিয়নের সদস্যপদ ও কার্ড – ফোরামের মেম্বারদের জন্য আইডেন্টিটি কার্ড তৈরির কাজ চলছে। কার্ড তৈরির অসংগতি অনেকটাই কাটানো গেছে।

১৮।। সীমান্ত সমস্যাঃ মুর্শিদাবাদে সীমান্তবর্তী মৎস্যজীবীদের সমস্যা নিয়ে ফোরাম ও বি.এস.এফ-এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে চিঠির আদানপ্রদান ও আলাপআলোচনা চলেছে। এর ফলে মৎস্যজীবীদের কিছু সুরাহা হয়েছে। বি.এস.এফ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

১৯। নেতৃত্ব বিকাশ কর্মশালা- ফোরামের নেতৃত্বদের সাংগঠনিক কাজকর্ম ও সরকারি দপ্তরের যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে স্কিল তৈরির জন্য নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। গত আর্থিক বছরে ২ টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐ সভাগুলিতে জাতীয় সংগঠক মাননীয় প্রদীপ চ্যাটার্জি মূল প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

২০। বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস উদযাপন: - পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় মৎস্যজীবীরা বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস পালন করেছেন। বিশেষত, কোলাঘাট ব্লকে দিনটি সাড়ম্বরে পালন করা হয়। পাঁচ শতাধিক মৎস্যজীবীর উপস্থিতিতে সাহাপুর গঙ্গা মন্দির থেকে বিডিও অফিস পর্যন্ত সুদৃশ্য মিছিল হয়। মিছিলের শেষে রবীন্দ্র পেক্ষাগৃহে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য গুণীজন উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ৫০

টির বেশি এলাকায় পতাকা উত্তোলন ও সমাবেশ করা হয়। অন্যান্য জেলাতেও একাধিক এলাকায় পতাকা উত্তোলন এবং সমাবেশ হয়।

২১। দপ্তরের সঙ্গে ফোরামের সম্পর্ক ও আলোচনা:

জেলা, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় মৎস্য দপ্তরের আহ্বানে 'বঙ্গ মৎস্য যোজনা'/'প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা', 'মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড', এবং 'সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প' সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনায় ফোরামের পক্ষ থেকে অংশগ্রহন করা ও মতামত প্রদান করা হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাসকের সভা হলে 'ফিশারিজ ডেভলাপমেন্ট মনিটরিং' কমিটির উচ্চস্তরীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সি জেড এম পি বিষয়ে জন-শুনানিতে ফোরাম-এর পূর্ব মেদিনিপুর শাখা অংশগ্রহণ করেছে। নদী সংস্কার ও নদী দূষণ বিষয়ে নদীয়া জেলার প্রশাসনের সঙ্গে ফোরামের জেলা নেতৃত্বদের বিভিন্ন সময়ে মিটিং হয়েছে। দুয়ারে সরকারে মৎস্যজীবী নিবন্ধনের সময় উদ্ভূত নানা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ফোরাম প্রশাসনকে সক্রিয় করেছে। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম-এর মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে দাবি জানানোর ফলে এম.জে, বহরমপুর, জলঙ্গী ও নবগ্রাম ব্লকে মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক নিযুক্ত হয়েছেন।

নেটওয়ার্কিং –

১। এন.এফ.এফ –ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের দাবিদাওয়া নিয়ে এন.এ.এফ.এফ.-এর নীরবতা হেতু ডি.এম.এফ এন.এ.এফ.এফ.-এর কর্মসূচি ও সাংগঠনিক সম্পর্ক থেকে দুরুত্ব বজায় রেখে চলেছে। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী হবে তা আলোচনার জন্য আগামী এপ্রিল ২০২৩-এর শেষ দিকে এন.এ.এফ.এফ.-এর নেতৃত্বদের কলকাতায় আসার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এন.এফ.এফ-কে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবার প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে।

২। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চ (**NPSSFW**): ডি.এম.এফ-এর উদ্যোগে প্রায় ২০টি রাজ্যের প্রতিনিধি নিয়ে এই মঞ্চ গড়ে উঠেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের লড়াই সংগ্রামের পতাকা বহন করে ফাদার টমাস কোচারি, হরেকৃষ্ণ দেবনাথ ও মাথানি সালধানার মতো নেতাদের নির্দেশিত পথে জাতীয় স্তরে ও বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সংগঠন শক্তিশালী করে সরকারের কাছে দাবি-দাওয়াগুলি তুলে ধরা এই মঞ্চের প্রধান চ্যালেঞ্জ। ডি.এম.এফ অন্যান্য রাজ্যের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চের ছত্রছায়ায় সংগঠিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

৩। এন.এ.পি.এম নেটওয়ার্ক – বিগত ২০১৫ সাল থেকে ডি.এম.এফ এন.এ.পি.এম-এর সাথে যুক্ত হয়। এন.এ.পি.এম রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন মৎস্যজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। ডি.এম.এফ-এর সভাপতি শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী বর্তমানে এন.এ.পি.এম-এর একজন জাতীয় আহ্বায়ক। নফরত ছোড়ো সংবিধান বাঁচাও অভিযানে ফোরাম সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে।

৪। আইক্যান নেটওয়ার্ক – বিগত ২০১৫ সালে কর্নাটকের ধারওয়ারে ডি.এম.এফ এই নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়। মৎস্যজীবী আন্দোলন শক্তিশালী করতে আইক্যান একটি মৎস্যজীবী গোষ্ঠী তৈরী করেছে এবং মৎস্যজীবীদের অধিকার আন্দোলনকে শক্তিশালী ও প্রসারিত করতে কাজ করছে। ডি.এম.এফ-এর কার্যকরী কমিটির মেম্বার শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী বর্তমানে এই নেটওয়ার্কের ফিশারি-ফরেস্ট-ফার্মার এই তিন গ্রুপের যৌথ আহ্বায়ক। ডি.এম.এফ-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রী মিলন দাস বর্তমানে আইক্যান-এর মৎস্যজীবী গ্রুপের আহ্বায়ক। ডি এম এফ-এর বরিষ্ঠ নেতা সৌমেন রায় এর অন্যতম সদস্য।

আমাদের ব্যর্থতা -

১। এত ক্রিয়াকলাপ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩০ লক্ষ মৎস্যজীবীর মধ্যে আমরা সামান্য অংশের কাছে পৌঁছতে পেরেছি। এই বিষয়ে গভীর চিন্তা ও পরিকল্পনা প্রয়োজন।

২। মৎস্যজীবীদের মূল দাবিগুলি নিয়ে লড়াই আন্দোলন আমরা প্রয়োজনীয় স্তরে নিয়ে যেতে পারিনি।

৩। ফোরামের মহিলা শাখা পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ করা যায়নি। মহিলা সংগঠনকে সম্প্রসারিত করার জন্য ফোরামের সকল স্তরের শাখাগুলিকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

৪। ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের সংগঠন আমরা বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃত করতে পারিনি। এই বিষয়েও নতুন সাংগঠনিক পদক্ষেপ প্রয়োজন।

৫। উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামকে উত্তরবঙ্গের সকল জেলায় বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে যতটা সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন ছিল, তা দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

৬। জাতীয় স্তরে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের কন্ঠস্বর আরো জোরালভাবে তুলে ধরার অপেক্ষা রাখে। এর জন্য এন পি এস এস এফ ডব্লিউ কে যথেষ্ট সহায়তা করার প্রয়োজন আছে।

আগামী পরিকল্পনা-

১। 'জাল যার জল তার' –এই দাবিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রচার আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

২। মৎস্যক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকারকে বিধিবদ্ধ করার জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

৩। ডি এম এফ-এর সাংগঠনিক বিস্তৃতি ও ক্রমবর্দ্ধমান দায়িত্ব সংগঠনের নেতৃত্বের কাছে অনেক বেশি সক্রিয়তা ও দক্ষতা দাবি করছে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের মধ্যে সাংগঠনিক যোগাযোগ, তাদের সংগঠন ও দাবি-দাওয়া, কাজের পরিকল্পনা ও রিপোর্ট ঠিকমতো না হলে এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। সংগঠন এ বিষয়ে কোনরকম আপোষ করবে না। প্রত্যেকটি কর্মী সংগঠককে নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে।.

৪। যে সকল মৎস্যজীবী অধ্যুষিত এলাকায় এখনো পর্যন্ত ফোরাম পৌঁছতে পারেনি, সেইসকল এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। এবং সেই সকল এলাকায় সংগঠনকে সম্প্রসারিত করতে হবে।

৫। ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের রাজ্য মঞ্চ প্রস্তুত করার প্রয়াস নিতে হবে।

৬। দুর্নীতি বিষয়ক মামলাকে গতিশীল করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৭। ট্রলিং সহ সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার বন্ধের দাবীতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

৮। তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর বাতিলের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

৯। সীমান্ত এলাকায় মৎস্যজীবীদের জীবিকাকে সুরক্ষিত করার জন্য বি.এস.এফ.-এর উপর সাংগঠনিক চাপকে শক্তিশালী করতে হবে।

১০। বিভিন্ন নদীগুলির দূষণ রোধে এবং সংস্কারের ব্যাপারে যতক্ষণ না সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে লাগাতার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

১১। অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্রের মাছ ধরা নৌকাগুলির রেজিস্ট্রেশনের জন্য সরকারের উপর সাংগঠনিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

১২। জলাশয়ের নিলাম বন্ধ করার জন্য প্রশাসনের সমস্ত স্তরে সাংগঠনিক চাপ বাড়াতে হবে।

১৩। সুন্দরবনে ফরেস্টের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

১৪। যে সকল এলাকায় মহিলা মৎস্যজীবীরা রয়েছেন সেইসকল এলাকাগুলিতে মহিলাদের ছোট ছোট ইউনিট আগামী এক বছরের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে।

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা এবং জলাশয় ও মৎস্য সম্পদ সুরক্ষায় তার নিরলস প্রয়াসে দিশা, লাইফ, ওক ফাউন্ডেশন, একশন এইড, জি জি এফ, ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশন, এইড ইন্ডিয়া, আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশন -এর মতো সংস্থাগুলির ও বহু সহৃদয় ব্যক্তির অকুন্ঠ সমর্থন, পরামর্শ ও সহযোগিতা লাভ করেছে। এই সুযোগে আমি তাদের প্রত্যেককে সংগঠনের তরফে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিভিন্ন দূর্বলতা কাটিয়ে উঠে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের আশা-ভরসার যোগ্য সংগঠন হয়ে উঠবে এই আশা রেখে বার্ষিক প্রতিবেদন শেষ করছি।

মিলন দাস
সাধারণ সম্পাদক
দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম